অতিবৃষ্টি, ঝড়, পাহাড়ি ঢল ও বাঁধ ভাঙ্গার কারণে নিমজ্জিত বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত কার্যসমূহ

- প্রাথমিক পর্যায়ে ০১.০৭.২০১৫ খ্রিঃ হতে ০২.০৮.১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ ৩৯,১০২ হেক্টর জমির মধ্যে ১৯,৫৯০ হেক্টর জমি ইতোমধ্যে নতুন করে নাবী জাতের আমন ধানের চারা রোপণের মাধ্যমে চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

- দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০.০৮.২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৮.০৮.২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ২৪ টি জেলাতে ২,১৩,৩৪৬ হেক্টর জমির ফসল নিমজ্জিত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

- ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় প্রথাগতভাবে স্থাপিত অতিরিক্ত বীজতলা থেকে চারা সংগ্রহ করে কৃষকেরা যাতে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারেন সে বিষয়ে তৎপরতা অব্যাহত আছে।

- সক্ষম কৃষকদের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আমন চারা প্রাপ্তির উৎস বিষয়ে অবহিত করে আমন ধানের চারা সংগ্রহ করতে নিরন্তর পরামর্শ দেয়া হচ্ছে এবং পরামর্শ অনুযায়ী রোপণে অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে।

- ডিএই এর হর্টিকালচার সেন্টার ও এটিআইসমুহে ২০ একর আমন ধানের বীজতলা তৈরী করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- প্রাথমিক পর্যায়ে অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে আমন ধানের জমি নিমজ্জিত হওয়ায় বিশেষ প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় প্রায় ১৩,০০০ হেক্টর জমিতে উফশী ও স্থানীয় আমন ধানের বীজতলা স্থাপন করা হয়েছে।

- নতুন করে স্থাপিত আমন ধানের বীজতলার চারা দ্বারা প্রায় ২,৬০,০০০ হেক্টর জমি রোপন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ঐসব বীজতলা থেকে চারা নিয়ে রোপণের কাজ চলমান আছে।

- জলাবদ্ধ ও তুলনামূলকভাবে নীঁচু জমিতে বোনা আমন ধানের কুঁশি রোপণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

- যেসব জমিতে জলাবদ্ধতার কারণে আমন ধান করা কিছুতেই সম্ভব হবে না, সেসব জমিতে পরবর্তী ফসল হিসেবে মাসকলাই, মুগ, সরিষা, আগাম শীতকালীন সব্জী, গম, ভুট্রা চাষের মাধ্যমে যাতে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায় তার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং এলাকায় চাহিদা মোতাবেক ফসল চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিস ও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ফসলের বীজ ও চারা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- দুর্গত এলাকায় গৃহিত কার্যক্রম তদারকির জন্য উর্ধতন কর্মকর্তাগণের (পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক) সমন্বয়ে ১৪ টি দল গঠন করা হয়েছে। গঠিত দল এলাকায় কৃষি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন।

- ধান ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্থ শাকসজী ও মসলা জাতীয় ফসলের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভুমির উপযোগিতা অনুযায়ী রবি মৌসুমে স্বল্প জীবনকালের শাকসজী ও উচ্চ মূল্যের ফসল (ক্ষীরা, মিষ্টি কুমড়া, পালংশাক. মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, মরিচ ইত্যাদি) চাষের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এসব ফসল চাষের উপকরণ সহজপ্রাপ্তির জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

৩১/৮/২০১৫

পরিচালক (ভাঃ প্রাঃ)
সরেজমিন উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫।